সম্পর্ক জোরদারে চীনকে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং চলমান করোনাভাইরাস মহামারীতে অব্যাহত সাহায্য-সহায়তার জন্য বাংলাদেশের অন্যতম মূল্যবান অংশীদার হিসেবে চীনের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, উভয় দেশ সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র সন্ধানের মাধ্যমে সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করতে পারে। তিনি চীনা প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও সুখ এবং সে দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করেন।

বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, মূল্যবোধ, জাতীয় স্বার্থ এবং পারস্পরিক সম্মানের বিষয়টিতে জোর দেন।

বৃহস্পতিবার চীনের দূতাবাস এ তথ্য জানায়।

চীনের দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সরকারপ্রধান গণচীনের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে এক অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন। এতে তিনি চীন সরকার ও জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন ও উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান।

ঢাকার চীনা দূতাবাস জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট শির বাংলাদেশ সফর এবং ২০১৯ সালে তার চীন সফরের স্মৃতিচারণা করেন।

চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের পুরো সম্ভাবনা কাজে লাগাতে আরো সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধানের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্ট শির সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুখের পাশাপাশি চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

শেখ হাসিনা চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াংকেও অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই দেশের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির

কথা উল্লেখ করে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যকার ২০১৬ সালের সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বের কথা তুলে ধরেন।

শেখ হাসিনা ২০১৯ সালে চীন সফরের কথা স্মরণ করে বলেন, উভয় দেশই বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছিল। চলমান করোনাভাইরাস মহামারীতে বাংলাদেশের জন্য চীনের সহায়তার প্রশংসা করেন তিনি।

বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি করতে চায় ইরান

বাংলাদেশে পেঁয়াজসহ বিভিন্ন পণ্য রফতানি করতে চায় ইরান। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ রেজা নফর এ আগ্রহের কথা জানান।

এ সময় কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি, এগ্রো ফুড প্রসেসিং ও প্যাকেজিং, জলবায়ু অভিঘাত সহনশীল বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন ও গবেষণা, বাণিজ্য নিয়ে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের ফলে কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখন মূল লক্ষ্য হল কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও আধুনিকীকরণ করা। সে জন্য কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতে বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বারোপ করছে।

এ সময় কৃষিমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে ইরানে আম, আনারসসহ বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজি রফতানি এবং ইরান থেকে গম ও পেঁয়াজ আমদানিতে আগ্রহের কথা জানান। কৃষিমন্ত্রী ইরানের রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান।

এ সময় ইরানের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ থেকে চা, পাট, আম, মসলাসহ

বিভিন্ন ফুড আইটেম ও শাকসবজি নেয়া এবং বাংলাদেশে খেজুর, গম, পেঁয়াজ, কিসমিস প্রভৃতি রফতানির আগ্রহ ব্যক্ত করেন। ইরানের রাষ্ট্রদূত জানান, ইরানে তুলনামূলকভাবে পেঁয়াজের দাম অনেক কম। বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করে ইরানের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ সরকারের যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলে করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। যা খুবই প্রশংসনীয়।

রেজা নফর আরও বলেন, বাংলাদেশ ও ইরানের কৃষিসহ অনেক বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া দুই দেশের বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য খাত চিহ্নিত করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা, আজারবাইজানের পাশে তুরস্ক পাকিস্তান আফগানিস্তান

যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা, আজারবাইজানের পাশে তুরস্ক পাকিস্তান আফগানিস্তান

বিতর্কিত নাগোর্নো-কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। আর্মেনিয়ার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে বেড়েছে সংঘাতের তীব্রতা। এরই মধ্যে আজারবাইজানের পাশে দাঁড়িয়েছে তুরস্ক, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। তিন দেশই মনে করে আজারবাইজানের ভূখণ্ডে আর্মেনীয় দখলদারিত্ব বন্ধ করতে হবে। খবর আল জাজিরার।

বুধবার দেওয়া ভাষণে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম আলিয়েভে বলেন, তুরস্ক, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান আমাদের সমর্থন দিয়েছে। এজন্য তাদের ধন্যবাদ। তবে আমাদের সামরিক বাহিনীর বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এমন পরিস্থিাততে কোনো শর্ত ছাড়াই

বিতর্কিত অঞ্চল না ছাড়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট। আর আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীও লড়াই করেই শান্তি ফেরানোর কথা বলেছেন।

নাগোরনো-কারাবাখকে আজারবাইজান নিজেদের বলে দাবি করে এলেও আর্মেনীয় নৃগোষ্ঠীর লোকজন অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, আর্মেনিয়া তাদের সমর্থন দিচ্ছে। এদিকে, চলমান সংঘাত নিরসনে আলোচনার জন্য রাশিয়াসহ আন্তর্জাতিক আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে দুই দেশ। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশগুলোর একটি সামরিক জোটের সদস্য রাশিয়া। যে জোটে আর্মেনিয়া রয়েছে এবং দেশটিতে একটি রুশ সামরিক ঘাঁটিও রয়েছে। অবশ্য আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া, উভয় দেশের কাছেই অস্ত্র সরবরাহ করে মস্কো। তবে যুদ্ধবিরতির জন্য আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রয়েছে।
আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিন্যান বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য হলো পরিস্থিতির যাতে উন্নতি হয় সে ব্যবস্থা করা। পুনরায় শান্তি স্থিতিশীলতা ফেরাতে আমরা কাজ করে যাব। আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলকহাম আলিয়েভ জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিরোধপূর্ণ অঞ্চলটির সমস্যা সমাধানে আমরা সমঝোতার কথা বলে আসছি। তবে এটি অবশ্যই ১৯৯২ সালে গঠিত ইউরোপের নিরাপত্তা সংস্থার মাধ্যমে হতে হবে।

ফেসবুকে স্ট্যাটাস লিখে গলায় ফাঁস দিলেন শাবি শিক্ষার্থী

ফেসবুকে স্ট্যাটাস লিখে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) এক শিক্ষার্থী। তার নাম আছিয়া আক্তার।

বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে বগুড়ার সদর থানার মঠুরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। প্রেমজনিত কারণে এ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করছেন তার পরিবারের সদস্যরা।

নিহত আছিয়া আক্তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের

শিক্ষার্থী। তিনি বগুড়ার সদর থানার মঠুরা গ্রামের মো. জালাল উদ্দীনের মেয়ে।

তবে তার আগে মৃত্যু নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেন আছিয়া।

তিনি ফেসবুকে স্ট্যাটাসে লেখেন– ‘আমার ব্যবহারে কেউ কোনো দিন কষ্ট পেলে দয়া করে আমায় মাফ করবেন। কারণ মৃত্যু কার কখন দুয়ারে আসে আমরা কেউ বলতে পারি না; আল্লাহপাক সবাইকে ভালো রাখবেন।’

আছিয়ার ভাই আল আমীন বলেন, আমি প্রায় রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বারান্দায় বসে পড়াশোনা করে রাত ১টার দিকে রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। পরে মা ফজরের নামাজ পড়ার জন্য ঘুম থেকে জেগে দেখেন আছিয়া গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে। পরে আমরা তাকে নামিয়ে থানায় এসেছি।

বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মো. আশ্রাফুল করিম বলেন, এই মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেয়ার মতো নয়। আমরা তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি।

বগুড়ার সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, ঘটনা আমরা জেনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশকে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত তিন মাসে এ নিয়ে বাংলা বিভাগের দুই শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এর আগে গত ৬ আগস্ট দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী তোরাবি বিনতে হক মায়ের সঙ্গে অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে তার নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করেছেন।

মুজিবনগরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত

আমরা সবাই সচ্চার,বিশ্ব হবে সমতার” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে কন্যা শিশু র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস।

বুধবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে দিবসটি উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের নেতৃত্বে র্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

পরে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে পরিষদ মিলনয়াতনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বেলায়েত হোসেন,মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার একেএম মামুনুর রশিদ প্রমুখ।

বাবরি মসজিদ মামলার রায় আজ

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে গুড়িয়ে দেয়া হয় ১৫ শতকের ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ। ২৮ বছর পর সেই ঘটনার মামলার রায় হচ্ছে আজ (৩০ সেপ্টেম্বর)।

আজ সকাল ১০টায় রায় ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু হবে। রায় ঘোষণা করবেন বিচারক সুরেন্দ্রকুমার যাদব রায়। রায় ঘোষণার সময় অভিযুক্তদের সশরীরে আদালতে হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নোভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এই মুহূর্তে হৃষীকেশের হাসপাতালে ভর্তি উমা ভারতী।

এদিকে বয়সজনিত কারণে লালকৃষ্ণ আদবাণী এবং মুরলিমনোহর জোশী আদালতে যাবেন না বলে জানিয়েছেন আদবাণীর সচিব দীপক চোপড়া। আদালত ব্যবস্থা করলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁরা আদালতে হাজিরা দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

সূত্রঃ আনন্দবাজার

কর না দিতে যে কৌশলের আশ্রয় নেন ট্রাম্প, প্রকাশ্যে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি বিভিন্ন কারণে বছরজুড়েই গণমাধ্যমের শিরোনামে থাকেন। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১০ বছর কর না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এভাবে তিনি বিশাল অংকের কর ফাঁকি দিয়েছেন বলে গণমাধ্যমের খবরে জানা যায়।

এবার প্রকাশ্যে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প করযোগ্য আয়ের পরিমাণ কম দেখাতে তার মেয়ে ইভানকাকে পরামর্শক হিসেবে দেখিয়েছেন।

জানা গেছে, ২০১০-২০১৮ সাল পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যয় করেছেন ২ কোটি ৬০ লাখ ডলার। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ ডলারই গেছে মেয়ে ইভানকা ট্রাম্পের অ্যাকাউন্টে। আর এভাবে তিনি পরামর্শ ফি বাবদ একটি মোটা অংকের অর্থ ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে দেখিয়েছেন।

যদিও কর বিবরণীতে পরামর্শকদের কোনও পরিচয় উল্লেখ নেই। কিন্তু ২০১৭ সালে ইভানকা ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন, তখন তার দেওয়া সেই আর্থিক বিবরণীর সঙ্গে এই গোপন কর নথি মিলিয়ে দেখলে এর প্রমাণ মেলে।

সে সময় ইভানকা জানান, তিনি তার মালিকানা রয়েছে এমন একটি পরামর্শক সংস্থার কাছ থেকে ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৬২২ ডলার ফি হিসেবে পেয়েছেন। হাওয়াই ও ভ্যাংকুভারে ট্রাম্প অরগানাইজেশনের মালিকানাধীন হোটেল প্রকল্প থেকে ঠিক এই পরিমাণ অর্থই পরামর্শক ফি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। অথচ ডোনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন কোম্পানিতে নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যুক্ত রয়েছেন ইভানকা। ফলে তিনি সেই প্রকল্প থেকে পরামর্শক ফি নিয়েছেন, যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে তিনি রয়েছেন এবং যার লভ্যাংশের একটি অংশ যায় তার পকেটে।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্তত দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে

ইভানকা ট্রাম্প একই সঙ্গে দুটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিজের বাবার মালিকানাধীন কোম্পানিতে তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত বড় কর্মকর্তার ভূমিকায় যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন পরামর্শকের ভূমিকায়ও। দুই ভূমিকাতেই বড় অংকের অর্থ তিনি নিয়েছেন। আর এই ভূমিকার কারণে তার বাবা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করযোগ্য আয় থেকে সাড়ে ৭ লাখ ডলার কমিয়ে ফেলতে পেরেছেন।

এ বিষয়ে অবশ্য ট্রাম্প অরগানাইজেশনের আইনজীবীর কাছ থেকে মন্তব্য চেয়েও পায়নি সিএনএন। সংবাদমাধ্যমটি জানায়, ইভানকার নামে পরামর্শক ফি হিসেবে এই অর্থ দেখানোটা অনৈতিক। নিউইয়র্ক টাইমস হয়তো এর চিহ্নটিই কেবল প্রকাশ্যে আনতে পেরেছে। কারণ, ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে পরামর্শক ফি বাবদ ট্রাম্পের দেখানো ২ কোটি ৬০ লাখ ডলার কোথায়, কার কাছে গেছে, তার কোনও হদিস নেই। ইভানকার অংশটি বাদ দিলে বাকি আড়াই কোটি ডলার কার কাছে গেছে, তার কোনও খোঁজ নেই।

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে ইভানকা ট্রাম্পের কার্যালয় ট্রাম্পের প্রচার দলের সঙ্গে কথা বলা অনুরোধ করে সিএনএনকে। আর ট্রাম্পের প্রচার দলের মুখপাত্র টিম মারটাগ পুরো বিষয়টিকেই ‘ভুয়া’ আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

এবার চাল নিয়ে দ্বন্দ্বে ভারত-পাকিস্তান

চিরশক্র হিসেবে পরিচিত ভারত ও পাকিস্তান। সীমান্ত উত্তেজনা তো রয়েছেই, ক্রীড়াসহ বিভিন্ন ইস্যুতেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে এই দুই প্রতিবেশী।

এবার চাল নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়াল ভারত ও পাকিস্তান। তবে এটি সব ধরনের চাল নিয়ে নয়, বাসমতি চাল নিয়ে নতুন করে বিরোধে জড়িয়েছে এই দুই দেশ।

স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় এই চাল দুই দেশেরই বিশেষ কিছু অঞ্চলেই শুধু উৎপন্ন হয়।

সম্প্রতি ভারতের পক্ষ থেকে বাসমতি চালকে ‘ভারতীয় পণ্য’ হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছে আবেদন করার পর এই বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের এই আবেদনে আপত্তি উঠেছে পাকিস্তানে। তারা বলছে, শুধু ভারতে নয়, এই একই চাল পাকিস্তানেও উৎপাদিত হয়। ফলে বাসমতি চালকে শুধু ভারতীয় পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত হবে না।

পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই চালকে শুধুমাত্র ভারতীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হলে তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এজন্য ভারতীয় আবেদনের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তারা পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু ভারতীয় কর্মকর্তারা বলছেন, ভারতের এই আবেদনে পাকিস্তানের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। পাকিস্তান চাইলে ভারতের মতো তারাও এই পণ্যটিকে নিজেদের দাবি করে আবেদন করতে পারে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাসমতি চালের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক এবং পাকিস্তান ও ভারত এই দুটো দেশই এই জোটের দেশগুলোর কাছে প্রচুর পরিমাণে বাসমতি চাল রফতানি করে থাকে।

কী আছে ভারতের আবেদনে?

ভারত সরকার সম্প্রতি এই বাসমতি চালের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই ট্যাগের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছে আবেদন করেছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অফিসিয়াল জার্নালে ভারতের এই আবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর।

এই আবেদনে বলা হয়েছে, বাসমতি চাল ভারতীয় উপমহাদেশের একেবারে স্বতন্ত্র একটি চাল। আকারে এটি লম্বাটে। অনন্য স্বাদ ও সুগন্ধের কারণে সারা বিশ্বে ভারতীয় এই চালের সুখ্যাতি রয়েছে।

ভারত বলছে, হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চল, বিশেষত ইন্দো-গাঙ্গেয় অঞ্চলে বাসমতি চাল উৎপন্ন হয়।

ভারতে কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রধান ড. অশোক কুমার সিং

বলেছেন, সবচেয়ে ভাল মানের বাসমতি চাল উৎপাদিত হয় ভারতের যে সাতটি রাজ্যে সেগুলোকে ইতোমধ্যে জাতীয়ভাবে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই দেওয়া হয়েছে।

“জম্মুর তিনটি জেলা, অরুণাচল, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরাখণ্ড ও উত্তর প্রদেশের কিছু এলাকায় ভাল মানের বাসমতি উৎপন্ন চাল হয়। এসব রাজ্যকে ইতোমধ্যেই জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে। জাতীয়ভাবে এই ট্যাগ দেওয়ার পর সেটা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নিতে হয়। ভারত এখন সেটাই করেছে।”

পাকিস্তানের উদ্বেগ

পাকিস্তান মনে করে ভারতের এধরনের পদক্ষেপ নেওয়া একেবারেই উচিত হয়নি। কারণ এই চাল শুধু ভারতে নয়, পাকিস্তানেও উৎপাদিত হয়।

পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর, বালুচিস্তান এবং পাঞ্জাবে উৎপাদিত বাসমতি চালের খ্যাতি রয়েছে ইউরোপের বাজারে।

ভারতীয় এই আবেদনের পর পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে যে দিল্লিকে এই ট্যাগ দেওয়া হলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে পাকিস্তানের বাসমতি চাল রপ্তানির বাজারে বড় ধরনের ধস নামবে।

ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশের পর পাকিস্তান সরকারও ভারতীয় আবেদনের জবাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছে পাল্টা আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এজন্য তারা সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও এই খাতের সঙ্গে বেসরকারি পর্যায়ে যারা যারা জড়িত তাদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা শুরু করেছে।

পাকিস্তানি কর্মকর্তারা আশা করছেন যে ভারতের এই আবেদন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। তারা বলছেন, সফল কূটনীতির মাধ্যমে তারা দিল্লির এই পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেবেন।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে খুব শিগগিরই তারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছে ভারতীয় আবেদনের বিপরীতে পাল্টা আবেদন দায়ের করবেন।

পাকিস্তান কী ঠেকাতে পারবে?

ভারতের আবেদনের পর এবিষয়ে পাকিস্তান সরকার তৎপর হয়ে উঠেছে এবং তাদের পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন

পক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করেছে।

পাকিস্তানি পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ সেনেটের একটি প্যানেলও ভারতীয় আবেদন ঠেকানোর ব্যাপারে সক্রিয় হয়েছে।

সেনেট কমিটির চেয়ারম্যান মির্জা মোহাম্মদ আফ্রিদি বলেছেন, পাকিস্তানে জিআই আইনটি পাস হয়েছে এবছরের মার্চ মাসে কিন্তু ভারতে বহু আগেই সেটা করা হয়েছে।

“ভারত এথেকে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে,” বলেন তিনি।

তিনি আশা করেন যে সরকারের গৃহীত উদ্যোগের ফলে ভারতের আবেদন ব্যর্থ হবে এবং তারাও “মেইড ইন পাকিস্তান” এই ট্যাগ লাগিয়ে বাসমতি চালের রফতানি অব্যাহত রাখতে পারবেন।

পাকিস্তানে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান মুজিব খান বলেছেন, ২০০৬ সালের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এক আইনে বাসমতি চাল ভারত ও পাকিস্তানের যৌথ পণ্য হিসেবে ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ভারতীয় আবেদনের বিরোধিতা করতে পাকিস্তানের প্রস্তুতি চলছে এবং ইউরোপিয়ান কাউন্সিলে হেরে গেলেও তারা ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিসের কাছে নিয়ে যাবেন। সূত্র: বিবিসি বাংলা

মেক্সিকোতে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা, নিহত ১৩

মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাচীরের সাথে জোরে ধাক্কা খেলে কমপক্ষে ১৩ জন নিহত হয়েছে। সোমবারের এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ২৫ জন। দেশটির কর্তৃপক্ষ এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুয়াতেমালা সীমান্তের কাছে চিয়াপাস রাজ্যের একটি মহাসড়কে ভোররাতে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজ্যের প্রসিকিউটর দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘যাত্রীবাহী ওই বাস রাস্তার পাশের একটি ইটের প্রাচীরের সাথে জোরে ধাক্কা খায়। এতে ১৩ জন প্রাণ হারায়।’
কর্তৃপক্ষ জানায়, বাসটির ব্রেক কাজ না করায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তারা আরো জানায়, যাত্রীদের অধিকাংশ ওই এলাকার বিভিন্ন কমিউনিটির বাসিন্দা।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনায় মৃত্যু ছাড়াল ১০ লাখ

চীনে প্রথম সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বিশ্বজুড়ে করোনায় প্রাণহানির সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। রোববার প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে মৃত্যু ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে বলে ফরাসী বার্তাসংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া করোনা মহামারি ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি, লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনার তাণ্ডব চলছে ভারতের বস্তি থেকে ব্রাজিলের গহীন অরণ্য অ্যামাজন ও আমেরিকার বৃহত্তম শহর নিউইয়র্কেও। করোনার ভয়াল ছোবল থেকে রেহাই মিলছে না কারও।

মহামারির বিধি-নিষেধ মানুষকে ঘরবন্দি হতে বাধ্য করায় থমকে গেছে বিশ্বের বড় বড় সব ক্রীড়া, বিনোদন অনুষ্ঠান। করোনার বিস্তার ঠেকাতে দেশে দেশে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় ভ্রমণপীপাসুরাও আটকা রয়েছেন চার দেয়ালের মাঝে।

করোনাভাইরাসের বিস্তারের গতি ধীর করতে গত এপ্রিলে মানবজাতির অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৪০০ কোটি মানুষ লকডাউনের বেড়াজালে আটকা পড়েন। লকডাউনের বিধি-নিষেধ শিথিল কিংবা প্রত্যাহার করে নেয়ার পর বিশ্বজুড়ে আবারও এই ভাইরাসের প্রকোপ বেড়েছে, বেড়েছে প্রাণহানিও।

সোমবার ফরাসী বার্তাসংস্থা এএফপির এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, রোববার আন্তর্জাতিক সময় রাত সাড়ে ১০টায় বিশ্বজুড়ে করোনায়

প্রাণহানির সংখ্যা ১০ লাখ ৯ জনে পৌঁছায়। এছাড়া এই সময়ে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩০ লাখ ১৮ হাজার ৮৭৭ জনে দাঁড়ায়।

বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ যুক্তরাষ্ট্র; দেশটিতে করোনার সংক্রমণ দ্রুতগতিতে আবারও বাড়তে শুরু করেছে। রোববার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বলছে, দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭০ লাখ ৭৮ হাজার ছাড়িয়েছে। এতে মারা গেছেন ২ লাখ ৯ হাজারের বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের পর করোনায় প্রাণহানির শীর্ষে আছে ব্রাজিল (১ লাখ ৪১ হাজার ৭৭৬ জন), ভারত (৯৫ হাজার ৫৭৪ জন), মেক্সিকো (৭৬ হাজার ৪৩০ জন) ও ব্রিটেন (৪৬ হাজার ৭০৬ জন)।

ইতালির ট্রাক চালক কার্লো চিওডি করোনা মহামারিতে নিজের বাবা- মাকে হারিয়েছেন মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে। ৫০ বছর বয়সী চিওডি বলেন, আমার যেটা মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে, সেটি হলো- আমি দেখলাম আমার বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠলেন। আমি শুধুমাত্র তাকে বলতে পেরেছি গুড বাই।

তিনি বলেন, আমার দুঃখ- আমি তাকে বলতে পারিনি বাবা তোমাকে ভালোবাসি। আমার দুঃখ, বাবাকে জড়িয়ে ধরতে পারিনি। এটা এখনও আমাকে পোড়ায়।

করোনাভাইরাসের তাণ্ডব বিশ্বজুড়ে অব্যাহত থাকলেও বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত এর কোনও ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে পারেননি। জীবন-জীবিকার মাঝে ভারসাম্য আনতে বিশ্বজুড়ে বিধি-নিষেধে শিথিলতা আনতে বাধ্য হচ্ছে সরকার।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল করোনাভাইরাসের প্রকোপে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছে। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। তবে ইতোমধ্যে বেশ কিছু দেশের অর্থনীতিতে প্রাণ ফিরতে শুরু করেছে। অর্থনৈতিক গতি পুনরুদ্ধারের ধারায় রয়েছে চীন। মহামারির ধাক্কা কাটিয়ে টানা চতুর্থ মাসের মতো গত আগস্টে মুনাফা বেড়েছে চীনা ব্যবসায়ীদের।

করোনার প্রথম ধাক্কায় বিপর্যস্ত ইউরোপে দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করেছে। করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্যারিস, লন্ডন ও মাদ্রিদের মতো বেশ কিছু শহরে নতুন করে বিধি-নিষেধ আরোপ করা

হয়েছে। যেভাবে এসব শহরে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে তাতে হাসপাতালে চিকিৎসাব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ের দিকে বিশ্বজুড়ে করোনার রেকর্ড সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ঐক্যবদ্ধভাবে মহামারি মোকাবিলার কৌশল না নেয়া হলে বিশ্বজুড়ে ভ্যাকসিন আসার আগেই প্রাণহানির সংখ্যা ২০ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংস্থাটি।

গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে প্রথমবারের মতো সার্স-কোভ-২ ভাইরাস শনাক্ত হয়। প্রাদুর্ভাবের কেন্দ্রস্থল উহান থেকে বিশ্বের দুই শতাধিক দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। তবে এর উৎপত্তি নিয়ে এখনও অস্পষ্টতা থাকলেও অনেক বিজ্ঞানী বলছেন, বাদুড়ের শরীর থেকে অন্য কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণী হয়ে মানুষের দেহে ভাইরাসটি ছড়িয়েছে।

উহানে এই ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর জানুয়ারিতে কঠোর লকডাউন জারি করা হয়। গত ১১ মার্চ বিশ্বের শতাধিক দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাস মহামারি ঘোষণা করে।

সূত্র- জাগো নিউজ২৪.কম